ঋণ

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কী কী ঋণ গ্রহণ করা যায়?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। যেমন: ব্যবসার জন্য ঋণ, কৃষি ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ, শিক্ষা ঋণ, ভোক্তা ঋণ ইত্যাদি।

ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া কেন উচিত?

যেহেতু ঋণের অর্থ সুদ/মুনাফাসমেত পরিশোধ করতে হয়, সেহেতু ঋণ নেয়ার পূর্বে চলতি আয়/ভবিষ্যৎ আয় থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে কি না, তা বিবেচনা করে ঋণ করা উচিত।

বেহিসেবি/লোক দেখানো খরচের জন্য ঋণ গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। যেমন-জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব/বিবাহ, গহনা কেনা, বিলাসদ্রব্য কেনা ইত্যাদি। যদি এসব উপলক্ষে টাকা খরচ করতেই হয়, তবে তা নিজের সাধ্যের মধ্যে অর্থাৎ নিজের আয় বা জমানো টাকা থেকেই করা উচিত। ভোগের জন্য ব্যয় কোনও আয় তৈরি করে না, ফলে এ খাতে গৃহীত ঋণ শোধ করা কষ্টকর। অন্যদিকে, ঋণ শোধ করার জন্য বারংবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রেও ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

কী ধরনের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন?

ঋণ গ্রহণ করার সময় এ কথা মাথায় রাখা দরকার যে, সুদসহ তা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং, ঋণের অর্থ ভোগ্য পণ্য বা বিলাস দ্রব্যে খরচ করলে ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ঋণ নিতে হতে পারে, যা অত্যন্ত বিপদজনক। অপরদিকে, ঋণের অর্থ আয় বৃদ্ধিকারী কাজে ব্যয় করলে সে ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি কৃষি কাজের জন্য বছরে ৯% সরল সুদে ২০,০০০ টাকার ঋণ নেন এবং তা দিয়ে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে ৮০,০০০ টাকা পান, তাহলে বছর শেষে ঋণের সুদ/মুনাফা সমেত আনুমানিক মোট (২০,০০০/-+ ১,৮০০/-) ২১,৮০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ আয় হিসেবে বেঁচে যাবে।

সাধারণত আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া উত্তম। তবে প্রয়োজনে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বাসগৃহ নির্মাণের জন্যও ঋণ নেয়া যায়। এ ধরনের ঋণকে আমরা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

কোথা থেকে ঋণ গ্রহণ করা উত্তম?

উদাহরণস্বরূপ সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। এছাড়া, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতেও ঋণ গ্রহণ করা নিরাপদ। কেননা এক্ষেত্রে সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে বা অতিরিক্ত ফি/চার্জ আদায় করা হলে, উক্ত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট এর প্রতিকার চাওয়া যায়।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার খরচ কী?

ঋণ নেওয়া টাকার পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করা হয়। এটাই মূলত ঋণের খরচ। তবে ঋণের সুদ বা মুনাফা ছাড়াও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানভেদে ক্ষেত্র বিশেষে আরও কিছু সার্ভিস চার্জ/ফি দিতে হয়। সাধারণত ব্যাংকগুলো বার্ষিক হারে সুদ নির্ধারণ করে থাকে। যেমন: ১২% বার্ষিক সুদ মানে বছরে ১০০ টাকায় ১২ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে।

ঋণের জন্য কোনো জামানত/বন্ধক দিতে হয় কী ?

ঋণের জন্য জামানত/বন্ধকের বিষয়টি নির্ভর করে মূলত কী ধরনের ঋণ এবং কী উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে তার উপর। তবে, বড় অংকের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়, যেমন: জমি, বাড়ি, ব্যবসায় নিয়োজিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ইত্যাদি।

সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করলে অসুবিধা কী?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সময়মতো পরিশোধ না করলে একজন গ্রাহক ঋণখেলাপি হয়ে যেতে পারেন। এর ফলে ভবিষ্যতে তিনি উক্ত/অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পাবারও যোগ্যতা হারাবেন।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ শোধ না করলে কী সমস্যা হতে পারে?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা না হলে, সুদসহ ঋণের টাকা ফেরত পাবার লক্ষ্যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের দেয়া জামানত বাজেয়াপ্ত করাসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ায় বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে তুলে ব্যাংকের পাওনা আদায় করে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের মূল্যবান সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যেও নিলাম করে তাদের পাওনা নিষ্পত্তি করতে পারে। সুতরাং গ্রাহক তার সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারবে।